দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..01.SEP..199..
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রসঙ্গ ঃ ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পে দুর্নীতি

গত ১৯-৮-৯৮ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে ত্রিশাল, ময়মনসিংহ হইতে জনাব আতাউল হক লিখিত উপরোক্ত শিরোনামের পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। পত্রলেখক ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা উদ্ভট ও কল্পনাপ্রসূত। আমার মনে হয় পত্রলেখক ত্রিশাল থানায় উক্ত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রকাশ করিতে যাইয়া গোটা প্রকল্প সম্পর্কে জাতিকে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছেন। উপবৃত্তি বিতরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে যদি তাহার বিন্দুমাত্র ধারণা থাকিত তবে তিনি এই জাতীয় সমালোচনা করিতেন বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রকল্পে ১৯৯৫ সনে নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের পর হইতে যে প্রক্রিয়ায় ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হইতেছে তাহাতে পত্রলেখক কথিত দুর্নীতি অকল্পনীয়। উপবৃত্তি বিতরণ প্রক্রিয়ায় শুধু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধান সম্পৃক্ত নন, তাহাদের সহিত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকও অঙ্গাঙ্গি সম্পৃক্ত রহিয়াছে। তাই প্রকল্প কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধান ইচ্ছা করিলেই দুর্নীতি করিতে পারেন না। প্রত্যেক বছর জানুয়ারী মাসে নূতন ভর্তিকৃত ছাত্রীকর্তৃক (ছবিসহ) পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রতিষ্ঠান প্রদানের মাধ্যমে থানা প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। তখন থানা প্রকল্প কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে প্রতিস্বাক্ষর করিয়া আবেদনপত্রসমূহ প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকায় প্রেরণ করেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয় হইতে উক্ত আবেদনপত্রসমূহ তালিকাভুক্ত করিয়া প্রকল্প পরিচালক মহোদয় সংশ্লিষ্ট থানা প্রকল্প কর্মকর্তার কার্যালয় এবং উপবৃত্তি বিতরণকারী ব্যাংককে কপি প্রেরণ করেন এবং তালিকাভুক্ত ছাত্রীদের স্ব-স্ব নামে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ব্যাংকে হিসাব খোলার আদেশ প্রদান করেন। তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ছাত্রীকে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হিসাব খোলার ফরম/কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক কর্মকর্তা, থানা প্রকল্প কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের সম্মুখে স্বাক্ষর করিয়া ব্যাংক হিসাব খুলিতে হয়। ব্যাংকের হিসাব বিবরণী প্রতিষ্ঠান প্রধান, থানা প্রকল্প কর্মকর্তা ও ব্যাংক ম্যানেজারের যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হয়। প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসাব খোলার বিবরণী পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট ছাত্রীর স্বনামে খোলা হিসাবের বিপরীতে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা উপবৃত্তি বিতরণকারী ব্যাংক শাখায় প্রদান করিয়া থাকে। উপবৃত্তির টাকা তালিকাভুক্ত সকল ছাত্রীর হিসাব নম্বরে প্রদানের পর থানা প্রকল্প কর্মকর্তা ও ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক যৌথভাবে উপবৃত্তি বিতরণের তারিখ নির্ধারণ করেন এবং নির্দিষ্ট তারিখে ব্যাংকে অথবা বিতরণ কেন্দ্রসমূহে থানা প্রকল্প কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ছাত্রী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরের পর ছাত্রীর হাতে উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়। ছাত্রীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে উপবৃত্তির টাকা কাহাকেও প্রদান করার কোন বিধান নাই বা তাহা করাও হয় না। উপবৃত্তি বিতরণের পর ছাত্রীর টিউশন ফি বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পরও উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তসমূহ সঠিকভাবে পালিত হইতেছে কিনা তাহা প্রতিবছর দুইবার–জুলাই ও ডিসেম্বর মাসে মনিটরিং করিয়া শর্তভঙ্গকারী ছাত্রীকে উপবৃত্তি কার্যক্রম হইতে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সত্ত্বেও কিভাবে থানা প্রকল্প কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যোগসাজশে ভুয়া ছাত্রীর মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করা সম্ভব?

পত্র লেখকের প্রতি আমার বক্তব্য, কোন বিষয়ে সমালোচনা করার পূর্বে অবশ্যই উক্ত বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানিয়া তাহার পর সমালোচনা করা উচিত।

মোঃ আমিনুর রহমান,
থানা প্রকল্প কর্মকর্তা
(এফএসএসপি),
সুজানগর, পাবনা।

SHEET — OF — SHEETS